সমকাল শুক্রবার ৫ পৌষ ১৪১৫, ১৯ ডিসেম্বর ২০০৮ মুক্তমঞ্চ

দ্রব্যমূল্য

এম আজিজুর রহমান

ঊর্ধ্বগতির পশ্চাৎকারণ চিহ্নিত

সাধারণ মানুষ চায় প্রতিযোগিতামূলক বাজার থেকে সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্পন্ন দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করে জীবন ও জীবিকার চাহিদা পূরণ করতে। উন্মুক্ত বাজার ও উন্মুক্ত অর্থনীতিতে খাদ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য নির্ধারিত হয় বাজারের চাহিদা ও সরবরাহের সমঝোতা এবং ভারসাম্যের মাধ্যমে। চাহিদা বাড়লে দাম বাড়ে, চাহিদা কমলে দাম কমে, আবার সরবরাহ বাড়লে দাম কমে, সরবরাহ কমলে দাম বাড়ে। কিন্তু ইতিহাস, ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি এবং মানবিক প্রেক্ষাপটে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ উন্মুক্ত বাজার বা উন্মুক্ত অর্থনীতির ওপর সবসময় ছেড়ে দেওয়া যায় না। মানুষের খাদ্য ক্রয়ক্ষমতা বজায় রাখা এবং খাদ্যসংকট নিরসনসহ কিছু দায়দায়িত্ব সমাজ ও সরকারকে বহন করতে হয়। তাই একদিকে যেমন উন্মুক্ত বাজার বা উন্মুক্ত অর্থনীতির ওপর দ্রব্যমূল্য সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়া যায় না, আবার উন্মুক্ত বাজার বা উন্মুক্ত অর্থনীতির বিষয়টি পুরোপুরি উপেক্ষা করাও সম্ভব হয় না। অর্থাৎ সরকারি হস্তক্ষেপ এবং উন্মুক্ত বাজারের মধ্যে প্রত্যাশিত সমঝোতার মাধ্যমে জীবনচলার পথের বাস্তবমুখী পদক্ষেপ হিসেবে বাজারমূল্য নির্ধারণ করতে হয়। খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়লেই যে চাহিদা খুব কমে বা মানুষ কম কেনে, সেটাও পুরোপুরি ঠিক নয়। অর্থনীতির ভাষায়, খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চাহিদাকে বলা হয় ইন-ইলাস্টিক ডিমান্ড। দাম বাড়লে মানুষ খাদ্য কম কিনবে, কিন্তু কতটা কম কিনবে? যতক্ষণ না মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় আক্রান্ত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত খাদ্য কম কিনে থাকতে পারবে। কিন্তু এরপর মানুষের ক্ষুধা মেটানোর জন্য যতটা দরকার ততটা খাদ্যই তাকে কিনতে হবে।

যে কোনো দেশের খাদ্য সমস্যা বিচিত্র ধরনের। যেমন– জনসংখ্যা বাড়লে জিনিসের চাহিদা বাড়ে, আবার জনসংখ্যা কমলে জিনিসপত্রের চাহিদা কমে। বাংলাদেশে জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রসারিত পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩.৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ১.৪৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এখনো ধনাত্মক আছে বিধায় খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা কমছে না; বরং বাড়ছে। আবার মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে খাদ্যদ্রব্যের প্রত্যাশিত মূল্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া এ দেশে আরেকটি ভুল সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে যে, যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই প্রতি বছর বাজেট ঘোষণার পর খাদ্যদ্রব্যের দাম একধাপ বৃদ্ধি পায়। ফলে খাদ্যদ্রব্যের বাজারমূল্যের সমস্যা আরো প্রকট হয়ে ওঠে। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, এমনকি মানুষ কর্তৃক ঘটানো অপ্রত্যাশিত ঘটনা-দুর্ঘটনার কারণেও দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন হ্রাস পায়। জলবায়ু সমস্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন– বন্যা, নদীভাঙন ও ঘূর্ণিঝড়ে বিপুল পরিমাণ ফসলহানি হয়। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে অসময়ে বৃষ্টি, খরা, ঘূর্ণিঝড়ের সময় উপকূল এলাকায় লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণেও ফসলহানি হয়। আবার তেলের মূল্যবৃদ্ধি পাওয়ার কারণে

ইউরোপ-আমেরিকাসহ পশ্চিমা দেশগুলো এবং অস্ট্রেলিয়া বায়োগ্যাস টেকনোলজি ব্যবহার করে বায়োগ্যাস উৎপাদনে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ায় গম, ভুট্টাসহ অনেক বিকল্প খাবার এই উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিনিয়োগ করতে হচ্ছে।

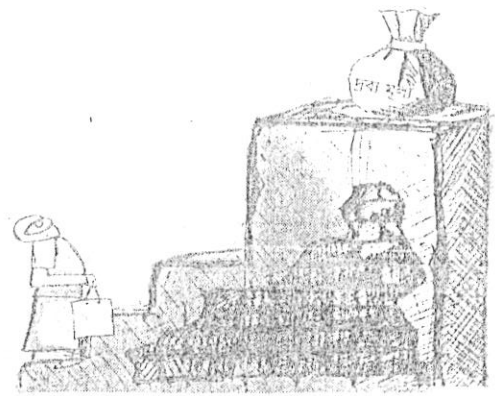

খাদ্য উৎপাদনের উপকরণগুলো যেমন– তেল, গ্যাস, ডিজেল, পানি, সেচ ব্যবস্থা, বীজ, সার, কীটনাশক, ওষুধ সবকিছুর বাজারমূল্য দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছে। ফলে কৃষকরা প্রত্যাশিত লভ্যাংশ পাচ্ছে না। এভাবে দিন দিন প্রত্যাশিত লভ্যাংশ কমতে থাকলে মানুষ কৃষি উৎপাদনে আগ্রহ হারাতে বাধ্য হয়। বর্তমানে খাদ্য উৎপাদন অপ্রত্যাশিতভাবে এতটাই হ্রাস পেয়েছে যে, সরকার কর মওকুফ করে বা করের হার হ্রাস করে দিয়েও আশাতীত খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করতে পারছে না। তাই বাধ্য হয়েই সরকার আমদানিকৃত কৃষি উপকরণগুলোর জন্য ভর্তুকি দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আশাতীত উৎপাদন হচ্ছে না। অর্থাৎ কাঙ্ক্ষিত উৎপাদনের জন্য আরো বেশি ভর্তুকি দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কিন্তু রেভিনিউ আয় সীমিত থাকার কারণে সরকারের ভর্তুকি দেওয়ার ক্ষমতাও দিন দিন কমে যাচ্ছে। আবার দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাবে ভর্তুকি প্রদানের ক্ষেত্রে জাতীয় আয়ের সুষম বণ্টন হচ্ছে না; অসম বণ্টন হচ্ছে। খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন কম হলে দাম বাড়বে, এটা মেনে নেওয়া গেলেও দুঃখজনকভাবে এটাও লক্ষ্য করা যায়, কিছু দ্রব্য যেমন– লেবু, কাঁচামরিচ, শাকসবজি ও বোরো ধানের বাম্পার ফলন সত্ত্বেও এসব খাদ্যদ্রব্যের দাম কমছে না। তার মানে এই নয় যে, বাজারে এসব খাদ্যের সরবরাহ বাড়েনি। কৃষি অর্থনীতির অবস্থা এমন নাজুক যে, কিনতে গেলে দাম বেশি; কিন্তু বিক্রি করতে গেলে প্রায় একই দাম বা অনেক সময় কম দামে বিক্রি করতে হচ্ছে। দক্ষ বাজার ব্যবস্থাপনার অভাবে ব্যবসায়ীরা একদিকে যেমন ফায়দা লুটছে, অন্যদিকে তেল, জ্বালানি ও পানি সেচের মূল্যবৃদ্ধির কারণে উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়ায় খাদ্যদ্রব্যের বাজারমূল্য কমানো বা কৃষকের বিক্রয় মূল্য বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে না। ওপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, খাদ্যদ্রব্যের যথার্থ মূল্য নির্ধারণে দক্ষ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার সংস্কৃতি গড়ে তোলা এবং সেই সঙ্গে সহায়কশক্তি হিসেবে সরকারি হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। খাদ্যদ্রব্যের যথার্থ মূল্য নির্ধারণের জন্য সরকারকে ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নেওয়ার কথা ভাবতে হবে। উন্নতমানের কৃষি গবেষণার মাধ্যমে স্বল্প খরচে বেশি উৎপাদন নিশ্চিত করতে হবে।

পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা নদীর ওপর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ দিয়ে বন্যাজনিত দুর্যোগ থেকে ফসল রক্ষার ব্যবস্থা নিতে হবে। সাশ্রয়ী মূল্যে খাদ্যদ্রব্য পেতে হলে দরকার উন্মুক্ত বাজার, উন্মুক্ত অর্থনীতি এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজারের পরিবেশ সৃষ্টি করা। অযাচিতভাবে সরকারি হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই।

■ লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি